রবী-দ্রনাথের কবিতায়, গানে, চিত্রে ও উপন্যাসে পাহাড় প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পাহাড়ের উপর আকর্ষণ ছোটবেলা থেকে ছিল। পুকুর খনন করার সময় মাটি পুকুর পাড়ের উপর জমা করা হয়। ঐ মাটির ঢিবিকে পাহাড় ভেবে তিনি একদা আন-দ পেয়েছিলেন। কবির ডালহৌসী পাহাড় যাত্রা স্মরণীয়। ঝাঁপানে করে পাহাড়ে ওঠার আন-দ তাঁর 'হিমালয় যাত্রা' পর্বে পাওয়া যায়। পাহাড়ে আরোহণ কালে প্রকৃতির অপরিসীম সৌ-দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। পিতার সঙ্গে কৈশোরের এই ভ্রমণের প্রভাব তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবী-দ্রনাথ পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। শুধু পাহাড় ভ্রমণের কথা আলোচনা করব। রচনার সন তারিখ এই অধ্যায়ের শেষ অংশে দেখাব। প্রথমেই দার্জিলিঙ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি প্রথমবার দার্জিলিঙ এলেন ১৮৮২ সালের অক্টোবর মাসে (১২৮৯ শরৎকালে) জ্যোতিরি-দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সহধর্মিনীর সহযাত্রী হয়ে। প্রাকৃতিক সৌ-দর্যের খোঁজে তাঁর আসা। তাঁর বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস। তখন তাঁর বিবাহ হয়নি। দাদা বৌদ্দির সঙ্গে শহর থেকে দূরে 'রোজভিলা' নামে একটি বাড়ীতে তাঁরা ওঠেন। বাড়ীটির অবস্থান অতি সু-দর। এখান থেকে দার্জিলিঙের পুরো অংশ দেখা যায়। তাছাড়া সা-দাকফু-ফালুট তো বটেই। এই সময় প্রভাত সংগীতের কবিতা লিখে চলেছেন। তিনি কলকাতা থাকার সময় গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সংগীত ছাড়া কিছু কিছু পদ্য লিখছেন।

তিনি দ্বিতীয়বার দার্জিলিঙ এলেন ১২৯৪ সালের ২৯ ভাদ্র (অক্টোবর ১৮৮৭)। তাঁর সঙ্গে এবার স্ত্রী, এক বছরের শিশু একমাত্র কন্যা বেলা, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হির-ময়ী (১১) ও সরলা (১৫) ছিলেন। তিনি প্রায় একমাস দার্জিলিঙে ছিলেন। ১৯০০ সালে দশ দিনের জন্য ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের নিম-ত্রণে কবি দার্জিলিঙে যান। এর ঠিক পরের বছর ১৯০১ সালে মে মাসেও কবি দার্জিলিঙ এসেছিলেন।

পার্বত্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে এবার কবি আলমোড়ায়। আলমোড়া রবী-দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে অনেকখানি জড়িয়ে আছে। আলমোড়া আমার উপলক্ষ ছিলই। ১৩১০ (১৯০৩) সালের বৈশাখের শেষ দিকে হাজারিবাগ থেকে তিনি রুগ্না কন্যাকে নিয়ে

আলমোড়া রওনা হন । দুর্গমপথে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁর আসা ।

১৩১৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৯১০) প্রথম সপ্তাহে কবি ছোট পাহাড়ী শহর তিনধরিয়ায় আসেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবী-দ্রনাথ ও তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রী , মীরা ও আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত জামাতা নগেন-দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবী । রবী-দ্রনাথ ১৩১৭ সালে জ্যৈষ্ঠের দিনকুড়ি তিনধরিয়ায় আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে ছিলেন । তিনধরিয়া দার্জিলিঙ পাহাড়ের নীচে তিনহাজার ফুট উপরে অবস্থিত । স্বল্প অবস্থানকালে ছ 'টি কবিতা ও ছ'টি গান রচনা করেছিলেন । তাছাড়া তাঁকে চিঠি লিখতে দেখা গেছে

রামগড় পাহাড়ের সঙ্গে রবী-দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত । দার্জিলিঙ শিলঙ , আলমোড় প্রভৃতি খ্যাতনামা শৈলাবাস থাকা সত্ত্বেও তিনি রামগড়ের মত অচেনা পাহাড়ে গেলেন কেন , তার একটা ইতিহাস আছে ।

কবিপুত্র রথী-দ্রনাথ একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন যে , নৈনিতালের কাছে রামগড় নামে এক পাহাড়ের উপর একটি বাগান বাড়ী বিক্রি আছে । বাড়ীটার নাম স্যো-ভিউ । বাগান খুব বড় , তিনশো বিঘা জমি নিয়ে আপেল , পেয়ারা পীচ , খোবানি , আখরোট প্রভৃতি ভালো ভালো ফলের গাছ লাগানো । এই বাড়ীটা কেনা হ'ল । স্যো-ভিউ নামটি পছ-দ হ'ল না । নতুন নাম দেওয়া হ'ল 'হৈম-তী ' । ১৯১৪ সালে মে মাসে গ্রীষ্মকালে ছুটির মধ্যে কবি রামগড় এলেন । তাঁর সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী । রথী-দ্রনাথ দিনে-দ্রনাথ ও মুকুল দেকে নিয়ে কিছুদিন আগে বেরিয়ে পড়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণে । তিনি বদরিকাশ্রম থেকে তাঁদের নিয়ে যখন 'হৈম-তী 'তে এলেন , তখন তিনি দেখলেন 'হৈম-তী ' বাড়ী ভর্তি । সেখানে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ও নেপালী ছাত্র নর ভূপ রাও আছেন । রবী-দ্রনাথের আম-ত্রণে লক্ষ্ণৌ থেকে ব্যারিস্টার কবি অতুলপ্রসাদ সেন কয়েক দিনের জন্য রামগড় থেকে গেলেন । পরে এলেন সি. এফ. এ-ন্ড্রুজ । বাড়ী জমজমাট , দিনেন্দ্র-নাথের আগমনে আরো জমে উঠল । গল্প গুজব , হাসি ও গানের বিরাম রইল না । 'হৈম-তী'র পারিপার্শ্বিকতা কবিকে প্রভাবিত করেছিল ।

১৩২২ সালের আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে রবী-দ্রনাথ কাশ্মীর যাত্রা করলেন । তাঁর সঙ্গে রথী-দ্রনাথ , প্রতিমা দেবী , প্রতিমা দেবীর ভগ্নী কমলা দেবী ও তাঁর স্বামী

হেমচন্দ্র মজুমদার গেলেন। পরিবার ও পরিজন ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেবারে অনেকে কাশ্মীর গিয়েছিলেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যরঞ্জন দাশ (S.R. Das) ও জ্যোতিরঞ্জন দাশের (J.R. Das রেঙ্গুনের) পরিবার। সকলেই কবির পরিচিত। কাশ্মীর ভ্রমণে দিন পনেরো মাত্র যায়।

কাশ্মীরের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন, তিনিই কবিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। শ্রীনগরের পাদমূলে বিতস্তা নদীবক্ষে টিকারীর মহারাজার 'পরীস্থান' নামক গৃহ নৌকাখানি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়।

কাশ্মীর ভ্রমণের পর কবি দার্জিলিঙ এলেন ১৯১৭ সালে জুন মাসে। তাঁর আসার কারণ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ২৪ জুন ১৯১৭ তারিখের চিঠিতে জানা যায়। তাঁর প্রথম কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের গ্লেন ইডেনের বাড়ীতে তাঁরা উঠেছিলেন। এ যাত্রায় কবির বেশী দিন দার্জিলিঙে থাকা হয়নি।

কবি গুরুর জীবনে পাহাড় কেন্দ্রিক প্রকৃতি শুধু নয়, পাহাড়ের প্রতি তাঁর অশেষ প্রীতির নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। শিলঙে তিনি বেশ কয়েকবার গেছেন। শিলঙে তিনি প্রথম এলেন ১৯১৯ সালে এবং ব্রুক সাইড বাড়ীটিতে উঠেছিলেন। বাড়ীটির অবস্থান অতি সুন্দর। কবির সঙ্গে ছিলেন দিনুবাবু, কমল বৌঠান, সাধুচরণ, রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী। পথে তাঁদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। এখানে তাঁরা এলেন ১১ অক্টোবর (১৯১৯) এবং থাকলেন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

কবি আবার শিলঙ এলেন ১৩ বৈশাখ ১৩৩০ সালে শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার পর। এবার তিনি উঠলেন রিনবঙে জিৎভূমি নামে বাড়ীটিতে। এখানে দু'মাস অবস্থান করেন। বাড়ীটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে। কবির দিন গান বাজনা, পড়াশোনায় কাটে। কবিতাও রচনা করছেন। জিৎভূমির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁর বিশেষ নাটক রক্ত করবী রচনার সূত্রটি শিলঙ বসবাস কালে পেয়েছিলেন।

কবি শেষবার শিলঙে এলেন ১৯২৭ সালে। আপল্যা-ডসএ সীডলী হাউসে ওঠেন। ১৯২৭ সালে ৪ মে প্রাতে তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের (চন্দননগর) প্রার্থনা মন্দিরে ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করেন। চন্দননগর থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলঙে যান, এবার আহমদাবাদের ধনী আম্বালাল সারা ভাই তাঁর বাসার নিকট একটি বাসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাহাঙ্গীর বাকিল ও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। এই যাত্রায় শিলঙবাসে কবি একদিন খাসিয়াদের নাচ দেখতে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কুইন্টন হলে দিনুঠাকুরের উপস্থিতিতে চিরকুমার সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয় ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে খুব উৎসাহী ছিলেন, তবু তাঁর পক্ষে অভিনয় দিনে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। জরুরি বার্তা পেয়ে তাঁকে আগেই শিলিঙ ত্যাগ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ আবার দার্জিলিঙ এলেন ১৯৩১ সালে ১৭ মে (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ৩) এবং ১ জুলাই (১৬ আষাঢ়) পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই সালেই পুনরায় ২৩ অক্টোবর (৬ কার্তিক, বিজয়া দশমী) এই শৈল শহরে আসেন এবং ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত থাকেন। এই দুই পর্বে তিনি দার্জিলিঙের আসানটুলি ও গ্লেন ইডেনে ছিলেন। এই বাড়ী দু'টি শৈল শহরের প্রবেশের মুখে হিলকার্ট রোড থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। আসানটুলির বাড়ীটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার অফিসের হলিডে হোম। এই বাড়ীটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ছিল। আসানটুলির নিকটে গ্লেন ইডেন। গ্লেন ইডেনে যে বাড়ীটিতে তিনি উঠেছিলেন, সেই বাড়ীটি বর্তমানে নেই। ঐ বাড়ীটি প্রখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের ছিল। গ্লেন ইডেনের নিকটেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'মায়াপুরীভবন' স্বাস্থ্য নিবাস ও গবেষণা কেন্দ্র। জগদীশ চন্দ্র বসু এই সময় দার্জিলিঙে। তিনি কবিকে ২৪ জুন এক মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবীকে একটি পত্রে লিখছেন, "কোথাও বেরইনে এ রকম ভোজেও আমার রুচি নেই; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আহ্বান এড়াতে পারি নে।" এই সময়ে এখানে কাজী নজরুল ইসলাম, অখিল নিয়োগী মন্মথ রায়, বেগম জাহানারা চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

শেষবার কবি দার্জিলিঙ শৈল শহরে এলেন ১৯৩৩ সালে ২৭ এপ্রিল এবং ফিরে গেলেন ২১ জুন। গ্লেন ইডেনে উঠলেন। তাঁর জীবন কতরূপে ছড়িয়ে আছে, তার

নমুনা এই সময় এখানে অবস্থান কালে দেখা গেছে। প্রতিভা বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, মৈত্রেয়ী দেবীর বোন চিত্রিতা দেবী প্রমুখ কবির সঙ্গে দেখা করতেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী যেরবাদা জেলে একুশ দিনের অনশন করছিলেন। তিনি এই খবর পেয়ে একটা টেলিগ্রাম করেন যেরবাদা জেলে। পরে অবশ্য একটা দীর্ঘ চিঠি দেন গান্ধীজীকে। শৈল শহরে এই যাত্রায় কবিকে জিমখানা ক্লাবের একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয় (১১ জুন ১৯৩৩)। জিমখানা ক্লাব শৈল শহরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-বর্গের ক্লাব। জিমখানা ক্লাবের অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের শোনান।

১৯৩৩ সালে মে ও জুন মাসে পার্বত্য ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথকে আলমোড়ায় যেতে দেখা গেছে। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে কবি সপরিবারে আলমোড়ায় আবার এলেন ২৯ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে; সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী ও নন্দিতা। অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ কবির সেক্রেটারীরূপে সঙ্গে আছেন। আলমোড়া পৌঁছাতে তাঁদের খুব কষ্ট হয়েছিল। সেখানকার কান্টানমেন্টের একটা সুউচ্চ শৈলশিখরে সেন্টমার্কস নামে একটি সুবৃহৎ বাড়ী কবির জন্য ভাড়া করা হয়েছিল। কবি খুশী। কবির কথায়: "বাড়ীটা বড়ো, জায়গাটা নির্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই।"

"বিশ্বপরিচয়" নূতন করে লিখবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই লেখা ছাড়া কবিতা লিখছেন প্রায় প্রতিদিনই। আলমোড়া পৌঁছবার পর "জন্মদিন" স্মরণে লিখলেন, ২২ বৈশাখ ১৩৪৪ তারিখে। এ ছাড়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। অনেকক্ষেত্রেই পাহাড় পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পাহাড়ের আকর্ষণের আর একটি দৃষ্টান্ত কালিম্পঙ ভ্রমণ। প্রথমবার কবি এলেন ২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে। কবির এখানে আসার কারণ প্রধানত নিভৃতে থাকা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধার। তাঁকে এখানে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। কবি গৌরীপুর-ভবনে উঠেছিলেন। গৌরীপুর ভবনটি ছিল মৈমনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর। তিনি তখন জীবিত। তিনি বাড়ীটি কবিকে ছেড়ে দেন। বাড়ীটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে, পাহাড় কেটে কেটে কখনো বড় বড় পাথর সাজিয়ে ধাপ বানানো, আবার নীচের দিকে চৌষট্টি সিঁড়ি ভেঙে প্রশস্ত জায়গা। বাড়ীটি সুন্দর, ঘরে ঘরে প্রচুর আলো, দরজা জানালাগুলি বড় মাপের। বাড়ীটিতে জমিদার

বাড়ীর পুরো আদবকায়দা। চারদিকে বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বারা-দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নাথুলা পাহাড় চোখে পড়ে। বুজে-দ্রকিশোর বাগানের মালি ও একা-ত চাকর বিষ্ণুলাল শর্মাকে কবির দৈনন্দিন ব্যবহারে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রকৃতির নিরলস হাতছানি, শা-ত পরিবেশ কবিকে মোহিত করেছিল। এই শৈলশহরে জীবনের একেবারে শেষ সময়ে ১৯৪০ সালে জুন এবং সেপ্টেম্বর মাসে এসেছিলেন। কালিম্পঙ থাকাকালীন কবি কবিতা, চিঠি ও প্রব-ধ রচনা করেছিলেন।

কবি ১৯৩৮ সালে ২৫ এপ্রিল কালিম্পঙ এসেছিলেন। এই যাত্রায় কালিম্পঙ থেকে তিনি মংপুতে এলেন ২১ মে ১৯৩৮ তারিখে। ১ জুন আবার কালিম্পঙ ফিরে যান। মংপুতে তিনি ১৪ মে ১৯৩৯ এবং ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তারিখে আসেন। এখানে শেষবার আসেন ২১ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে। প্রত্যেকবারই তিনি মৈত্রেয়ী দেবীর আম-ত্রণে এসেছেন। তিনি সুন্দর অরণ্যপথের প্রশংসা করেছেন। লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা ঊর্ধ্ব মুখে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার —একেই কবি অরণ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবী কবিকে সযত্নে রেখেছেন। তাঁর বর্ণনায় কবির পাহাড় প্রকৃতির উপর ভালবাসার লক্ষণ ধরা পড়েছে এবং থাকবার জায়গাটি যে ভাল তার কথা জানা গেল: "সুরেনের বাড়িতে ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে নিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চিঠি লেখা ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটা নিয়ে কাজ চলত। ওঁর বসবার ঘরের পশ্চিমদিকের জানালা দিয়ে একটা প্রকা-ড arancaria পাম গাছ দেখা যেত। বিশাল মহীরুহ, তার সোজা সোজা ডালগুলো যেন দু'দিকে হাত বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নিচেই একটা ক্যামেলিয়া গাছ সাদা হ'য়ে থাকত ফুলে, ক্যামেলিয়াকে উনি বলতেন মোমের ফুল। কতদিন দেখেছি লিখতে লিখতে কলম ব-ধ করে ঐ বিশাল ছায়াময় বনস্পতির দিকে চেয়ে ব'সে আসেন।"

'মংপুতে রবী-দ্রনাথ' গ্র-হে মৈত্রেয়ী দেবী, তাঁর স্বামী ডা: মনোমোহন সেন ও তাঁর বোন চিত্রিতা দেবীর সঙ্গে কবির টুকরো টুকরো কথাবার্তা রসময় হয়ে উঠেছে। এবং সাহিত্য সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। মংপুতে থাকার সময় রবী-দ্রনাথ কবিতা, গান, চিঠি ও অন্যান্য লেখাও লিখছেন।

রবী-দ্রনাথের পার্বত্য ভ্রমণের কালানুক্রমিক বিবরণ :

১৮৮২ অক্টোবর দার্জিলিঙ

১৮৮৭ অক্টোবর অদেব

১৮৯৫ অদেব

১৮৯৬ অক্টোবর ৮, অদেব

১৮৯৬ অক্টোবর কার্সিয়াং

১৯০০ দার্জিলিঙ

১৯০১ মে অদেব

১৯০৩ মে আলমোড়া

১৯১০ মে তিনধরিয়া

১৯১৪ মে রায়গড়

১৯১৪ অক্টোবর দার্জিলিঙ

১৯১৫ অক্টোবর কাশ্মীর

১৯১৭ জুন দার্জিলিঙ

১৯১৯ অক্টোবর শিলঙ

১৯২৩ এপ্রিল মে অদেব

১৯২৭ মে ৪ অদেব

১৯৩১ মে দার্জিলিঙ

১৯৩৩ মে অদেব

১৯৩৭ এপ্রিল ২৯, আলমোড়া

১৯৩৮ এপ্রিল ২৫, কালিম্পঙ

১৯৩৮ মে ২১, মংপু

১৯৩৯ মে ১৪, অদেব

১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ১২, অদেব

১৯৪০ এপ্রিল ২১, অদেব

১৯৪০ জুন কালিম্পঙ

১৯৪০ সেপ্টেম্বর অদেব

১৮৮২ , ১৮৮৭ , ১৮৯৬ , ১৯০০, ১৯০১ , ১৯০৩

	অক্টোবর	১৮৮২	প্রতিধ্বনি (কবিতা)
১৪	সেপ্টেম্বর	১৮৮৭	ইন্দিরা দেবীকে চিঠি
	অক্টোবর	১৮৯৬	দুরাশা (গল্প)
২২	অক্টোবর	১৮৯৬	মেয়েলি ব্রত' ভূমিকা
৮	জ্যৈষ্ঠ	১৯০০ ১৩০৭	(ক্ষণিকা) স্থায়ী-অস্থায়ী (কবিতা)
৯	জ্যৈষ্ঠ	১৯০০ ১৩০৭	(ক্ষণিকা) ক্ষণেক দেখা(কবিতা)
	মে	১৯০১	জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠি
	মে	১৯০১	প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি
২৯	বৈশাখ	১৩১০	(উৎসর্গ) ৩৪ সংখ্যক (কবিতা)
৩০	বৈশাখ	১৩১০	(অদেব) ৩৩ সংখ্যক (কবিতা)
২২	জ্যৈষ্ঠ	১৩১০	(অদেব) ১১ সংখ্যক (সংযোজন) (কবিতা)

১৯১০ (১৩১৭)

গীতাঞ্জলির ছ'টি গান ও ছ'টি কবিতা

৪	জ্যৈষ্ঠ	১৩১৭	সাল তিনধরিয়া থেকে ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠি লিখছেন :
৭	জ্যৈষ্ঠ	১৩১৭	সাল মেনেছি , হার মেনেছি (৬৩ । গান নহে)
৮	"	"	একটি একটি করে তোমার (৬৪ । গান নহে)
৯	"	"	কবে আমি বাহির হলেম (৬৫ । গীতবিতান ১৮) পূজা
১০	"	"	তোমার প্রেম যে বইতে পারি (৬৬ । গান নহে)
১৩	"	"	তিনধরিয়া থেকে গৌরাঙ্গ গোপাল ঘোষকে চিঠি লিখছেন :
১৭	"	"	সুন্দর , তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে (৬৭ । গান নহে)
১৭	"	"	আমার খেলা ছিল তোমার সনে (৬৮ । গীতবিতান ২৩) পূজা
১৮	"	"	ঐ যে তরী দিল খুলে (৬৯ । গীতবিতান ১৮৮ । পূজা বিবিধ পরিশোধ ১৩৮)
১৮	"	"	চিত্ত আমার হারাল আজ (৭০ । গীতবিতান ৪৬৫) প্রকৃতি
১৮	"	"	ওগো মৌন , না যদি কও (৭১ । গান নহে)
২১	"	"	যতবার আলো জ্বালাতে চাই (৭২ । গীতবিতান ৭৫) পূজা বি
২১	"	"	সবা হতে রাখব তোমায় (৭৩ । গান নহে)
২১	"	"	বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি (৭৪ । গীতবিতান ১৮) পূজা
২৬	"	"	১৩১০ সাল (উৎসর্গ) 'হিমালয়' (কবিতা)
২৬	"	"	১৩১০ সাল (উৎসর্গ) শিলালিপি (কবিতা)

১৯১৪ (১৩২১), ১৯১৫ (১৩২২), ১৯১৭ (১৩২৪)

১৯১৪ (১৩২১) : গান :

৩১	বৈশাখ	১৩২১	(গীতিমাল্য)	১০২ সংখ্যক	:	এই লভিনু সঙ্গ তব
১	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১০৩ সংখ্যক	:	এই তো তোমার আলোক ধেনু,
৩	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১০৪ সংখ্যক	:	চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
৪	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১০৫ সংখ্যক	:	গান গেয়ে কে জানায় আপন বে
৫	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১০৬ সংখ্যক	:	এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ ক করিলে ?
৫	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(বনবাণী)	২ সংখ্যক	:	কবিতা (সর্বনেশে)
৬	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	৩ সংখ্যক	:	কবিতা (আহ্বান)
৬	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(গীতিমাল্য)	১০৭ সংখ্যক	:	সন্ধ্যা হল গো —
৭	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১০৮ সংখ্যক	:	কবিতা : আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
১২	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(বনবাণী)	৪ সংখ্যক	:	কবিতা : (শঙ্খ)
১৮	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(গীতিমাল্য)	১০৯ সংখ্যক	:	কবিতা : আজি ফুল ফুটেছে মোর আসনের
২৫	জ্যৈষ্ঠ	১৩২১	(অদেব)	১১০ সংখ্যক	:	কবিতা : আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
১৪	মে	১৯১৪	এণ্ডরুজকে চিঠি।			
২১	মে	১৯১৪	অদেব			

১৯১৫ (১৩২২)

৭ কার্তিক ১৩২২ (বলাকা) ৩৫ সংখ্যক : (কবিতা) :
কার্তিক ১৩২২ (প্রবাসী) ৩৬ সংখ্যক : (কবিতা) :
১৫ জুন ১৯১৫ প্রভাতকুমারকে চিঠি

১৯১৭ (১৩২৪)

২৪ জুন ১৯১৭ কাদম্বিনী দেবীকে চিঠি

১৯১৯ (১৩২৬), ১৯২৩(১৩৩০)

১৯১৯:১৩২৬

কৃষ্ণ তৃতীয়া, ১৩২৬ ভানু সিংহের পত্রাবলী ৩৮
২৮ শে আশ্বিন, ১৩২৬ প্রবাসী ৩৯
৩রা কার্তিক ১৩২৬ ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠি
১৩ কার্তিক ১৩২৬ প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি
২৭ নভেম্বর ১৯১৯:১৩২৬ অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি

১৯২৩:১৩৩০

২৮ বৈশাখ ১৩৩০ অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ প্রাচী (কবিতা)
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ শিলঙের চিঠি (কবিতা)
১৯ আষাঢ় ১৩৩০ অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি

১৯২৭ (১৩৩৪)

৩০ বৈশাখ ১৩৩৪ নূতন (কবিতা)

৩১ বৈশাখ ১৩৩৪ শুকসারী (কবিতা)

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠি

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সুসময় (কবিতা)

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ দেবদারু (কবিতা)

২০ মে ১৯২৭ । ১৩৩৪ ইন্দিরা দেবীকে চিঠি

১৯৩১ (১৩৩৮)

২০ মে ১৯৩১ হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি
৩০ মে ১৯৩১ শ্রীমতী রাধারানী দেবীকে চিঠি
৩০ মে ১৯৩১ হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি
২ জুন ১৯৩১ দিলীপকুমার রায় কে চিঠি
১৭ জুন ১৯৩১ ঐ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ (পরিশেষ) বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি (কবিতা)
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ অমল চন্দ্র হোমকে চিঠি
২৩ অক্টোবর ১৯৩১ ইন্দিরা দেবীকে চিঠি
বিজয়া দশমী ১৩৩৮ মৈত্রেয়ী দেবীকে চিঠি
১৬ আশ্বিন ১৩৩৮ (প্রহাসিনী) নাতবৌ (কবিতা)
৭ কার্ত্তিক ১৩৩৮ (পরিশেষ) বুদ্ধদেবের প্রতি (কবিতা)
৮ কার্ত্তিক ১৩৩৮ (ঐ) আশীর্বাদী (কবিতা)
৮ কার্ত্তিক ১৩৩৮ (বীথিকা) কবি (কবিতা)
১৭ কার্ত্তিক ১৩৩৮ (পরিশেষ) মিলন (কবিতা)
৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ (ঐ) অপূর্ণ (কবিতা)
২ নভেম্বর ১৯৩১ প্রতিবাদ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত
১৫ নভেম্বর ১৯৩১ রোদেনস্টাইনকে চিঠি

১৯৩৩ (১৩৪০)

মে ১৩, ১৯৩৩ হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি
জৈ: ১৫, ১৩৪০ (পরিশেষ সংযোজন) উত্তিষ্ঠত নিবোধত (কবিতা)
জৈ: ১৬ ১৩৪০ (বীথিকা) বিচ্ছেদ (কবিতা)
জৈ: ১৮, ১৩৪০ (শেষ সপ্তক -সংযোজন) আষাঢ় (কবিতা)
জ্যৈ: ১৮, ১৩৪০ (শেষ সপ্তক -সংযোজন) যক্ষ (কবিতা)
আষাঢ় ৬, ১৩৪০ (বীথিকা) দুঃখী (কবিতা)

১৯৩৭ (১৩৪৪)

২২	বৈশাখ	১৩৪৪	(সেঁজুতি) জন্মদিন (কবিতা)
৩১	বৈশাখ	১৩৪৪	ক্ষিতিমোহন সেনকে চিঠি
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(ছড়ার ছবি) জলযাত্রা (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) ভজহরি (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) কাঠের সিঙ্গি (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) খাটুনি (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) যোগীনদা (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) বুধু (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) পাথর পিণ্ড (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) রিক্ত (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) বাসাবাড়ি (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) খেলা (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) ছবি আঁকিয়ে (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) অজয় নদী (কবিতা)
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) পিছু-ডাকা (কবিতা
"	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(নবজাতক) কাঙারী নাচ (কবিতা)
৩	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(অদেব) পি স্ নি (কবিতা)
১৫	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৪	(নবজাতক) ইস্‌টেশন (কবিতা)
	মে	১৯৩৭	(সেঁজুতি) চলাচল (কবিতা)
১৬	মে	১৯৩৭	(নবজাতক) ভাগ্য রাজ্য (কবিতা)
২২	মে	১৯৩৭	(সেঁজুতি) তীর্থযাত্রিনী (কবিতা)
২৫	মে	১৯৩৭	(অদেব) নতুনকাল (কবিতা)
২৭	মে	১৯৩৭	(সানাই) হঠাৎ মিলন (কবিতা)
২৮	মে	১৯৩৭	(ছড়ার ছবি) ঘরের খেয়া (কবিতা)
৪	জুন	১৯৩৭	(অদেব) শনির দশা (কবিতা)

১৯৩৭ (১৩৪৪)

৬	জুন	১৯৩৭	(অদেব) পদমায়	(কবিতা)
৮	জুন	১৯৩৭	(সেঁজুতি) পালের নৌকা	(কবিতা)
৯	জুন	১৯৩৭	(আকাশ প্রদীপ) যাত্রাপথ	(কবিতা)
৯	জুন	১৯৩৭	(ছড়ার ছবি) আকাশ	(কবিতা)
১০	জুন	১৯৩৭	(অদেব) কাশী	(কবিতা)
১২	জুন	১৯৩৭	(অদেব) ঝড়	(কবিতা)
১৩	জুন	১৯৩৭	(অদেব) তালগাছ	(কবিতা)
	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৩৪৪	(সেঁজুতি) চলতি ছবি	(কবিতা)
	আষাঢ়	১৩৪৪	(অদেব) ছুটি	(কবিতা)
	আষাঢ়	১৩৪৪	(ছড়ার ছবি) চড়িভাতি	(কবিতা)
৩	আষাঢ়	১৩৪৪	(ছড়ার ছবি) প্রবাসে	(কবিতা)
৬	আষাঢ়	১৩৪৪	(অদেব) ভ্রমণী	(কবিতা)

১৯৩৮ (১৩৪৫)

২৫	বৈশাখ	১৩৪৫	(সেঁজুতি) জন্মদিন (কবিতা)
২৬	বৈশাখ	১৩৪৫	ইন্দিরা দেবীকে চিঠি
১৪	মে	১৯৩৮	৫৯ নং (পু) নির্মল নীল আকাশ—পথে ও পথের প্রান্তে
৭	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৫	কিরণবালা সেনকে চিঠি
১৬	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৫	(সেঁজুতি) পত্রোত্তর (কবিতা)
২২	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৫	(নবজাতক) রাজপুতানা) (কবিতা)
২৭	মে	১৯৩৮	অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি
৫	আষাঢ়	১৩৪৫	(প্রহাসিনী) গর ঠিকানি (কবিতা)
৮	জুন	১৯৩৮	(সানাই) অধীরা (কবিতা)
১৩	জুন	১৯৩৮	(নবজাতক) মংপু পাহাড়ে (কবিতা)
১৮	জুন	১৯৩৮	(সানাই) অদেয় (কবিতা)
২০	জুন	১৯৩৮	(সানাই) যক্ষ (কবিতা)
২২	জুন	১৯৩৮	(সানাই) মায়া (কবিতা)

১৯৩৯ (১৩৪৬)

৮	জুন	১৯৩৯	(নব জাতক) সাড়ে ন টা (কবিতা)
৮	জুন	১৯৩৯	(সানাই) স্মৃতির ভূমিকা (কবিতা)
৯	জুন	১৯৩৯	(সানাই) মানসী (কবিতা)
১১	জুন	১৯৩৯	প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি
১৩	জুন	১৯৩৯	(সানাই) পরিচয় (কবিতা)
৩০	সেপ্টেম্বর	১৯৩৯	(সানাই) উদ্‌বৃত্ত (কবিতা)
২	অক্টোবর	১৯৩৯	প্রমথ চৌধুরী কে চিঠি
২২	অক্টোবর	১৯৩৯	অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি
২৫	অক্টোবর	১৯৩৯	ইন্দিরা দেবীকে চিঠি

১৯৪০ (১৩৪৭)

৬	এপ্রিল	১৯৪০	ইন্দিরা দেবীকে চিঠি	
২৩	এপ্রিল	১৯৪০	(সানাই) শেষ অভিসার	(কবিতা)
	বৈশাখ	১৩৪৭	(জন্মদিনে) ৫ সংখ্যক	(কবিতা)
	বৈশাখ	১৩৪৭	(অদেব) ৬ সংখ্যক	(কবিতা)
	বৈশাখ	১৩৪৭	(অদেব) ৭ সংখ্যক	(কবিতা)
	বৈশাখ	১৩৪৭	(অদেব) ৮ সংখ্যক	(কবিতা)
১	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৭	(সানাই) অন্নঘাত	(কবিতা)
৪	মে	১৯৪০	সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কে চিঠি	
১৫	মে	১৯৪০	(ছড়া) ১ সংখ্যক	
২০	মে	১৯৪০	(সানাই) নামকরণ	(কবিতা)
২২	মে	১৯৪০	(সানাই) মানসী	(কবিতা)
২২	মে	১৯৪০	(জন্মদিনে) ২১ সংখ্যক	(কবিতা)
২৪	মে	১৯৪০	অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি	
২৯	মে	১৯৪০	(সানাই) আত্মছলনা	(কবিতা)
	জুন	১৯৪০	(সানাই) বিমুখতা	(কবিতা)
১৫	জুন	১৯৪০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে চিঠি	
২০	জুন	১৯৪০	অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি	
২০	সেপ্টেম্বর	১৯৪০	অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি	
২৪	সেপ্টেম্বর	১৯৪০	(জন্মদিনে) ২০ সংখ্যক	(কবিতা)
২৫	সেপ্টেম্বর	১৯৪০	(অদেব) ১৪ সংখ্যক	(কবিতা)